প্রথম আলো

তারিখ ... 9 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ বছরে খুন ১৭ শিক্ষার্থী

সুজন ঘোষ, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্যের রাজনীতির জের ধরে গত ২৪ বছরে খুন হয়েছেন কমপক্ষে ১৭ জন ছাত্র। ক্যাম্পাসে রক্তপাতের এই রাজনীতি কোনোভাবে বন্ধ করা যাচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ১৯৮৬ সালে জাতীয় ছাত্র সমাজের নেতা আবদুল হামিদের হাত কেটে উল্লাস করার মধ্য দিয়ে ক্যাম্পাসে সহিংস রাজনীতির শুরু করে ইসলামী ছাত্রশিবির। এর পর থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সহিংস রাজনীতির বলি হয় ১২ শিক্ষার্থী, যার মধ্যে আটজনের মৃত্যু হয় ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মী পরিচয়দানকারী সন্ত্রাসীদের হাতে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, প্রায় সব কটি হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গঠন করে একাধিক তদন্ত কমিটি। বেশির ভাগ তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখেনি। এমনকি এসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মামলায় কেউ সাজাও পায়নি। নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবার ও সহপাঠীরা বারবার এসব হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবি করে আসছেন। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে হত্যাকারীরা পার পেয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

আধিপত্যের রাজনীতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান *প্রথম আলোকে* বলেন, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে সব মহলের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন মহল থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায়নি বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন খণ্ডিত প্রতিবেদন পেয়েছে, যা দিয়ে কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। তবে দু-একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এর ভিত্তিতে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের একাধিক নেতা-কর্মীকে ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কার করা হয়।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, শিবিরের হাতে ১৯৯৮ সালে নিহত ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ও চারুকলা বিভাগের ছাত্র সঞ্জয় তলাপাত্রের প্রত্যেক মৃত্যুবার্ষিকীতে ছাত্র ইউনিয়ন সঞ্জয়সহ সব হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি করে আসছে।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, ছাত্রশিবির ও তৎকালীন ছাত্র ঐক্যের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের জের ধরে ১৯৮৮ সালের ২৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে নিহত হন পরিসংখ্যান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আমিনুল হক। ১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে শিবিরের হামলায় নিহত হন ছাত্র মৈত্রীর নেতা ফারুকুজ্জামান। ১৯৯৪ সালে নিহত হন ছাত্রদলের নেতা নুরুল হুদা। তিনি কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইমানুল হকের ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ফটকের সামনে নির্জন এলাকায় তাঁকে শিবিরের কর্মীরা পিটিয়ে আহত করেন। এক সপ্তাহ পর ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তিনি মারা যান।

ক্যাম্পাসে ১৯৯৭ সালে শিবিরের হামলায় নিহত হন ছাত্রলীগের কর্মী বকুল। ১৯৯৮ সালে শিবিরের গুলিতে নিহত হন বরিশাল থেকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা আইয়ুব আলী। ওই বছরেই ১৮ মে শহরতলির বটতল এলাকায় শহরগামী শিক্ষকবাসে শিবিরের সন্ত্রাসীরা গুলিবর্ষণ করে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কাজী আহমদ নবীর ছেলে ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের (চমেক) ছাত্র মুসফিকুর সালেহীন নিহত হন। একই বছরের আগস্টে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত হন ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ও চারুকলা বিভাগের ছাত্র সঞ্জয় তলাপাত্র।

২০০১ সালে শিবিরের হাতে নিহত হন ছাত্রলীগের নেতা আলী মর্তুজা। ওই বছরের ২৯ ডিসেম্বর ক্যাম্পাসের বাইরে ফতেয়াবাদ এলাকায় ছাত্রশিবিরের ব্রাশফায়ারে তিনি মারা যান। এর আগে ১৯৯৯ সালে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত হন তিন ছাত্র। এই তিনজন শিবিরের কর্মী-সমর্থক ছিলেন বলে জানা গেছে। গতকাল দুজন নিহত হওয়ার আগে এ সরকারের মেয়াদে ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাইরে আরও তিনটি হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত তিনজনের মধ্যে দুজন ছিলেন ছাত্রলীগের কর্মী ও সমর্থক। অন্যজনের রাজনৈতিক পরিচয় জানা যায়নি।